রবি সেন

....

ঝুলনের হনুমান

কোন ডালে পাখি বসবে সে কথা কেউ জানত না। একতরফা ডিক্রি পেয়ে জেলা-আদালতের পাইক-পেয়াদা নতুন সেনের বাড়ির আসবাব-পত্র ক্রোক করতে এলে খবর পেয়ে যারা উড়ে এসেছে তাদের মধ্যে পড়শী ছেলের দলই অন্দরে গলা বাড়িয়েছে। শোনা কথা—দেনাটা অনেক পুরানো আর মামলাও ঠোকা ছিল অনেক আগে। নতুন সেন এসব গ্রাহ্য করেনি। তা আদালতের লোক-লস্করের সঙ্গে শহরের উঠতি ঠিকাদার গোপালবাবুও এসে হাজির, সে পাওনাদার। নতুন সেনকে সে যখন বলল, "কিছু মনে করবেন না, ভাই।" তখন নতুন সেন রহস্যের হাসি হেসে জানাল, "কিস্যু না, কিস্যু না, জঞ্জাল পরিষ্কার হোক।" এই বেপরোয়া তুড়ির সামনে পাওনাদার গোপালের ভাবান্তর লুকোচুরি খেললেও, কটু দৃশ্যের মধ্যে বেওয়ারিশ ভিড়ের সঙ্কোচ অনেক হাল্কা হল। তবু গায়েপড়া দর্শক হিসাবে পাড়াপড়শীর ভিড় নতুন সেনকে অখুশি করেছে, এমন আন্দাজ ঠিক তখনই মেলেনি। তবে একে অভিজাত ভঙ্গি বলা চলে কিনা সে মতান্তর মুলতবী রেখেও নতুন সেন বনাম গোপাল কণ্ট্রাকটরের দড়ি টানাটানিতে ভিড়টা নিরপেক্ষ না পক্ষপাতময় এমন জবাব কান মুলে আদায় করা চলে না।

তাছাড়া নতুন সেনের আচরণ কলার পাতায় লেখার মত সহজ কিছু নয়, আর শেষ তক এ বাড়ির নাগাল পাওয়াই কি খুব সহজ একটা কাজ ছিল?

"এদিকে নয়, এদিকে একেবারেই নয়।"

এদিকে নয়, এটা ঠাকুর ঘর। গৃহ দেবতার পাট। তাই ফিরতে হলো একটা লম্বা হলঘরের মধ্য দিয়ে। ছাদের এখানে সেখানে টালি না থাকায় ঘরের মধ্যে আকাশ ঢুকে পড়েছে। অথচ এখনও পরগাছার মতো ঝাড়-লণ্ঠনের কাঁচ জায়গায় জায়গায় টুংটাং বাজে। তাই ওপরে তাকাতে হয়। তাকিয়েছেও কেউ কেউ। আর টুকরো জিজ্ঞাসা টুকরো রহস্যের মতই ঘুরপাক খায়। ঠিকাদার গোপালকে সেই অনুসন্ধানী দলের মধ্যে কেমন সন্দিগ্ধ মনে হল।

আড়ালে কোর্টবাবুকে ডেকে সে বলে, "উঁকি মেরে ঠাকুর" ঘরটা একবার দেখলে হত না ?" এ কথায় কোর্টবাবু দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে, "আরে মশাই, গলা বাড়াতে গেলে বলবে গৃহদেবতার সামনে গৃহকর্ত্রী এখন ধ্যান করছে।" চোখ টিপে কথা শেষ করে কোর্টবাবু আশেপাশে তাকায়। মোলায়েম করে বলে, "গোপালবাবু, নতুন সেনের বউকে কোনদিন দেখেছেন ?" গোপাল, "শুনেছি ওর ঈশ্বর পিতা কৃষ্ণনগরের পুতুল দেখিয়ে ঘটকদের চোখের সামনে ছড়ি আস্ফালন করে ফরমায়েস করতেন—"এরকমটা চাই।"

"কী রকম ?"

"আাই পুতুলের মতো নিখুঁত আর কি।"

কোর্টবাবু ফুট কাটল, "ওর বাপ-ঠাকুরদার বাগান বাড়ির মেয়েছেলেগুলোর চেয়েও সুন্দরী !"

"জানি না, মশাই, এসব কেচ্ছায় ফয়দা কী।" মনে হল এ আলাপে গোপাল ভাসতে চায় না। তাই কোর্টবাবু অনেকটা স্বগত বলে, "ভোগ করে গেছে বলতে হবে, অ্যা, কী বলেন ? "

যখন রাস্তার ট্রাকে মালপত্র ওঠানো শেষ, গোপাল বাগানে কাকাতুয়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথা থেকে নতুন সেন হা হা করে দৌড়ে এল। বলে কী না, 'এটা লিভিং থিঙ !" অর্থাৎ এর গায়ে হাত দেওয়া চলে না ঘটি-বাটির মতো। গোপাল তত আহাম্মক নয়। সে সরে এল। এ সময় কোর্টবাবু নতুন সেনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে, "রায়বাহাদুরের আমলের নাকি পাখিটা, কত বয়স হবে ?" নতুন সেন সিগারেট নিল, কোন উত্তর দিল না, একটু হাসল। পরে কোর্টবাবুকে বলল, "আপনার লোকজনকে বলুন, এবারে -"এ কথায় কোর্টবাবু তাড়া লাগায়। কাগজপত্রে সই সাবুদ করে সবাই যখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন গোপালের মনে হল সে ঠকে গেছে।

পাখির বয়স হয়েছিল। যদিও বয়সী পাখির কর্কশ চিৎকারে এ পাড়ার নিতান্ত বালক-বালিকারাও আর মজা পেত না, তবু টুকরো রহস্যের মতো সকাল-সন্ধ্যে বাগানে টাঙ্গানো থাকত, যেখানে গোপাল দাঁড়িয়েছিল। আর বাগান ? নিতান্তই কথার কথা। আসলে মণীন্দ্রকাঁটার ঝোপ সেখানে জাঁকিয়ে উঠেছিল। তবে গোটা চারেক থাম তখনও খাড়া দাঁড়িয়ে। আর তাতে ঠাওর হয়, ভেঙ্গে পড়তে পড়তেও এই সাবেকী ঐশ্বর্যের শেকড় মাটির অনেক গভীরে।

যেমন এই বাড়িটা। যার অর্ধেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। ভিত আলগা হয়ে এলেও ধ্বস্ত কাঠামো টিকে আছে। যেমন ছাদের মাঝখানে ভাঙ্গাচোরা থাবা সমেত সিংহের মাথাটা, যার ওপর হাবুল বসেছিল বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। আর সূর্যাস্তের আগে হাবুলকে আবিষ্কার করতে পারায় এতক্ষণে হুঁশ হয়, সত্যিই তো, নতুন সেনের ছেলেটাই বা ছুপুর-বিকেল কোথায় ছিল !

সন্ধ্যারাত্রি।

কিন্তু এ বাড়ির সুড়ঙ্গপথে রাত অনেক আগেই এসে গেছে। সুড়ঙ্গপথ অন্ধকার এবং শেষ দেখা যাচ্ছে না—এরকম বলা চলে না। কেননা সুড়ঙ্গপথের শেষে এ বাড়ির অন্য তরফের কর্তাবাবু উলঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল।

কর্তাবাবু সন্ধ্যারাত্রির আঁধারেও যেমন, দিনের আলোয় তেমনি উলঙ্গ। বেশভূষা বলতে যা, তা বাড়ি থেকে বের হলে, কালেভদ্রে। কোঁচানো ধুতি, আদ্দির ফতুয়া, মুগা চাদর আর হাতে লাঠি। চলেছেন তিনি। চোখে সোনার চশমা আর পায়ে ভেলভেট পাম-সু। কিন্তু স্বগৃহে তিনি উলঙ্গ আর এ খবর রাখে তার নাত-বৌ, ছেলে, বয়স্থা মেয়ে আর অবশিষ্ট ছু-একজন চাকর-বাকর। তা ছাড়া নতুন সেনের কিশোর ছেলে হাবুলও এসব দেখেশুনে বড় হচ্ছে। আর সূর্যাস্তের আগে হাবুল যখন সিংহের মাথার ওপর বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বসে, তখন কর্তাবাবু উলঙ্গ, সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে জলসাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তবলা-ডুগি, হারমোনিয়াম আর ভাঙ্গা এস্রাজের জটলায় ছু-একটা হুরী-পরী বা ন্যাংটো মেয়েমানুষের তৈল চিত্রের মধ্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গপথ উলঙ্গ অতিক্রম করবেন তিনি। তখন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে এ বাড়ির আনাচে কানাচে ; গোসাপেরা চলাফেরা করছে। বাগান থেকে বয়সী কাকাতুয়া এসে গেছে অন্দরে।

কিন্তু আজ অন্যরকম। বাগান থেকে বয়সী পাখিকে কেউ অন্দরে আনে নি। প্রাচীন এক কুর্সিতে বসেছিল যোগমায়া। আসবাবপত্রের মধ্যে পাইক-পেয়াদার হাত থেকে এই সিংহাসন-সদৃশ আসন কী করে রেহাই পেল সেও এক রহস্য, ঠিকাদার গোপাল যা ভেদ করতে পারে নি। নতুন সেন যোগমায়ার সামনে মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়েছিল। আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ ছিল, ঘরের মধ্যে এলোমেলো হাওয়া। পাম গাছের শীর্ষে বাতাসের শব্দ উঠেছিল। হাবুল মাকে জিজ্ঞাসা করল, "আজ থেকে তাহলে মেঝেতেই বিছানা হবে ?"

যোগমায়া ও কথায় নতুন সেনের দিকে তাকাল। কিন্তু নতুন সেন বাইরে চোখ মেলে দিয়েছে।

হাবুল ফের বলে, "বাবু কোথায় শোবে ?"

ও কথায় যোগমায়া বাবুকেই দেখিয়ে দিল। নতুন সেন রা করল না।

একটু পরে হাবুল বলল, "আমি আজ থেকে আলাদা শোব, আমি বড় হয়ে গেছি।"

"না, তুমি আমার আর বাবুর সাথেই শোবে।" যোগমায়া চাপা গলায় কথা কটি বলে। এক ডৌল ব্যক্তিত্ব তার স্বরে ধরা পড়ে।

"না, আমি বড় হয়ে গেছি, তাছাড়া—"

যোগমায়া আয়ত চোখে ছেলেকে বিঁধতে চাইল। হাবুল তথাপি মাথা নাড়তে থাকে।

"তাছাড়া আমার ভয় করে।"

"কীসের ভয় ?" যোগমায়া ছেলের ভয়ের কথায় অবাক হয়েছে।

"আমার ভয় করে।"

যোগমায়া তাকিয়েছিল। নতুন সেন মুক্ত জানালায় তফাতে থেকে এই কথোপকথনের কেন্দ্রে সন্তর্পণে পৌঁছতে চাইছিল।

এমন সময় হাবুল আবার কথা বলে ওঠে, তার ভয়ের কথা।

"একদিন বাবু আমাকে ঘুমের মধ্যেই বিক্রি করে দিয়ে আসবে, আমি জেগে উঠে—" যোগমায়া অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে এবং ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। নতুন সেন ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অনেক রাত। তারা তিনজন পাশাপাশি শুয়েছিল, বৃত্তের মতো। হাবুল এক স্বপ্নহীন ঘুমে ডুবে যাচ্ছিল। তার মুখে আলো-আঁধারের কোন মরীচিকা ছিল না। দু'জন জেগেছিল। এবং বিনিদ্ররাত্রির নাটক শুরু হবার আগে নতুন সেন প্রস্তুত হচ্ছিল বা। যোগমায়া হাবুলকে জরিপ করছিল। নতুন সেন যোগমায়াকে ডাকল, নাম ধরে। এ বাড়ির প্রথাসিদ্ধ সম্বোধনের প্রাচীনতা লঙ্ঘন করে। যোগমায়া স্বামীর দিকে তাকিয়েছে। নতুন সেন চোখ নামাল না।

"আজ তোমাকে রাত্রির সাজে দেখতে চাই।" একান্ত অনুরোধ না আদেশ কণ্ঠস্বরে তা ধরা গেল না। যোগমায়া প্রস্তাবের আকস্মিকতায় চকিত হয়েছে। তার দেহ-মনে কোন আবেগের সঞ্চার হয়েছে কিনা তা বোঝার আগেই সে বলে, "কী দিয়ে সাজব আমি, কোন অলঙ্কারই তো আর অবশিষ্ট নেই।" সে নতুন সেনকে জরিপ করতে থাকে। একে একে এ-বাড়ির সোনা-দানা, প্রাচীন আসবাবপত্র সবই নতুন সেন দিনে-মানে বিক্রি করে এসেছে। অবশিষ্ট

আজ বিকেলে ক্রোক হলো। কখনো প্রকাশ্যে, বেশি সময় গোপনে এসব চলেছে। এমন কি দেওয়ালের তেলরঙের ছবিগুলিও বাদ যায়নি। এসবের মধ্যে তাদের দাম্পত্য-জীবন ও হাবুলের বড় হয়ে ওঠার দিনগুলি। মধ্যরাত্রিতে নতুন সেনের প্রস্তাব তাই আজ যোগমায়াকে ভিন্ন অর্থে উস্কে দিল। কিন্তু কোন বিস্ফোরণ ঘটল না ; আরও বিস্ময় বাকি ছিল।

"কেন, রূপোর চন্দ্রহার, কানপাশা, বাজু-বালা, টিকলি, নাকচাপি। আর সেই বিয়ের রাণী-বেনারসী, কেমন ?"

একথা শুনে যোগমায়া মাঝরাতে মাতা কালীর মতো জিভ বের করল। বাইরের পৃথিবীতে কোন ঝড়ের আভাস ছিলনা। যোগমায়া বলল, "সে সব তো দেবতার থানে অধিষ্ঠিতা রাধা মূর্তির অলঙ্কার।"

"তাতে কী, দেবীর অলঙ্কার সময় বিশেষে মানুষের গায়েও ওঠে।" প্রায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো নতুন সেনের বিধান মনে হল। এবং কী আশ্চর্য, কিছু পরে যোগমায়া রূপোর চন্দ্রহার, নাক চাবি, বাজু-বালায় ও পুরানো বেনারসীতে রাধা হলো। তখন নতুন সেন বলে, "দেখবে বউ, আগামী ঝুলন পূর্ণিমায় অনেক টাকা-কড়ি নিয়ে ঘরে ফিরব।" ফেরার কথায় যাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। তাই সে বলে, "মনস্থির করেছি, পুত্রকে নিয়ে বাণিজ্যে বের হব।"

যোগমায়া স্বামীর হাতে হাত রাখে। এসবের কিছুই হাবুল জানতে পারেনা।

ভাগীরথীর তীরে নৌকা ভিড়িয়ে ছেলের দল অনেক আগেই নসিপুরের রাজবাড়ির ঝুলন দেখতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। এরা নতুন সেনের পাড়া-পড়শী। ঝুলন উপলক্ষে মেলা বসেছিল জমজমাট। জুয়োর আড্ডা, খেমটা ও আলকাপও এখানে ওখানে জমে উঠেছে। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে যে মানুষটা হনুমান সেজেছে তার একহাতে মস্ত রূপোর থালায় টাকা-আধুলি জমা পড়ছিল। অন্য হাতে গদা। তবে লেজ ছিল না। সাজগোজে বৈচিত্র ছিল বৈকি। যেন মানুষ-হনুমান বা হনুমানই মানুষের কাছাকাছি। তায় হনুমানের গলায় রামায়ণের দু-এক কলি গান, তাতে ধ্রুপদের ছোঁয়া। শিশুরা মজা পেয়েছে। ছেলেদের মিশ্র অনুভূতি ও বুড়োর দল ভক্তিরসে মাথা নাড়ছে—যুবতী ও প্রৌঢ়ারাও দাঁড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে টানা মধ্যরাত্রি হনুমানজী অর্ধদেবতার মতনই রাজবাড়ির ফটক মাতিয়ে রেখেছে। সারারাত ধরেই লোক সমাগম ছিল, দূর দূর থেকে। তাই সারা রাত ধরেই নানান মজার ব্যবস্থা ছিল। নতুন সেনের পড়শী ছেলের দল সারারাত ধরে এরকম মজার

সন্ধানে শেষরাতের কাছাকাছি মেলা থেকে দূরে, তফাতে, বাবলার বনে হাবুলের সন্ধান পেল। কে জানে কত সময় ধরে নিভৃতে এই অপেক্ষা। ওদের প্রশ্নের জবাবে হাবুল চোখ বড় করে তাকিয়েছে। পূর্ণ মানুষের চোখে যেমন ক্লান্তি ও বিদ্রোহ থাকে তেমনি। এ সময় দূরে শব্দ উঠলো, ভাগীরথী পাড় ভাঙ্গার মতো। ছেলের দল গা ঢাকা দিল। সন্ধ্যা রাত্রির হনুমান অনেকটা মানুষের মতই হাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে। হাবুল উঠে দাঁড়ায়। আগন্তুক ছদ্মবেশ চুকিয়ে ফের মানুষের রূপ নিলে ছেলের দল দেখতে পেল নতুন সেন হাবুলের হাত ধরে লোক সমাগমের দিকেই রওনা দিল।

রাত্রিশেষের আকাশে ঝুলনের চাঁদ আর মাটির পৃথিবীতে ঝুলনের হনুমান ; মাঝখানে হাবুলকে নিঃসঙ্গ নদীপ্রান্তরে আবিষ্কার করে ছেলের দলের অনুভূতি কোন মানবিক বাঁকা-চোরা খাতে বয়ে গেছে সে কথা আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা এ কাহিনীতে হাবুলকে প্রথমে দেখি সূর্যাস্তের আগে সিংহের মাথার ওপর বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বসে। ঠিক এখানেই এ বৃত্তান্তের ইতি হতে পারত। কেননা সেই রাত্রির প্রতিশ্রুতিমতো নতুন সেন বাণিজ্য করে ঘরে ফিরবে বৈকি।

কিন্তু পাঠক, মানুষই যেহেতু মানুষের পরিণতির আকাঙ্খা করে, তাই দিন কয়েক পরে শহরের পথে পথে হাবুলকে দেখা গেল 'লে লে বাবু ছ আনা'র ঠেলাগাড়িতে ঠাসা মালপত্র নিয়ে হাঁকছে। আর কাকাতুয়া-বাড়ির একটা ঘরে অনেক রাতে তারা দু-জন জেগে। হাবুল এখন অন্য ঘরে শোয়।

"আরেকবার সাজতে হবে বউ, সেইদিনটির মতো। আমি কথা রেখেছি।"

"কী দিয়ে সাজব বল, কী আছে আমার ?"

"কেন চন্দ্রহার, বাজু-বালা—রাধার যা যা আছে ?"

"সে অলঙ্কার আমি বিক্রি করে দিয়েছি।"

"দেবতার অলঙ্কার, আমাকে না জানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছ !"

"হ্যাঁ, তা দিয়ে আমি ছেলের ঠেলা-গাড়ি ভর্তি করেছি।"

নতুন সেন গর্জন করে ওঠে, "এ পরিবারে অবাধ্য স্ত্রী লোকের শাস্তি কী জান ?"

"কী, মৃত্যু ?" যোগমায়া অবাধ্য হাসতে থাকে।

"আজ তোমাকে শাস্তি পেতে হবে," নতুন সেন পা বাড়ায়, হয়ত চাবুকের খোঁজে ; যে চাবুক সে নিজেই বিক্রি করে দিয়েছে। এ সময় যোগমায়া বলে, "দেবীর অলঙ্কার ছাড়াও সাজা চলে। কিন্তু যুবতী স্ত্রী কার সামনে সাজবে শুনি ? একজন হনুমানের সামনে ?" অবাধ্য হাসতে থাকে সে। আর

নতুন সেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে যায়, তবু ভেবে দেখে যোগমায়ার এই পরিবর্তনের কথা, অগোচরে, দিনে-দিনে, তথাপি হঠাৎই মনে হয় এই বাঁক নেওয়া—ঠিক নদীর মতো।

আগামী ভোরে হাবুল আবার শহরের পথে বের হবে ঐ কাকাতুয়া-বাড়ির সদর ফটক দিয়েই।

রোজ ভোরে। □

DISCBANC DISCOUNT CARD

A unique concept which allows you to avail discounts on 150 consumer products & services ranging from 2% to 50% through a wide network of 2000 shops and establishments throughout calcutta and its outskirts.

For more details write to :

DISCBANC SERVICES (P) LTD.

Sales Office : **18/42, DOVER LANE**

Calcutta-700 029